ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৯৮৮
আগরতলা, ২ জুন, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টীকরণ

‘মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দুর্নীতি’ শিরোনামে ১০-০৫-২৫ তারিখে স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি সম্পর্কে মৎস্য দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা স্পষ্টীকরণ দিয়েছেন। স্পষ্টীকরণে তিনি জানিয়েছেন যে, বর্তমানে মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (TFTI) ১ জন প্রিন্সিপাল, ১ জন ট্রেনিং সুপারিনটেনডেন্ট, ১ জন ফিসারি ইন্সপেক্টর, ১ জন ফিসারি অ্যাসিস্ট্যান্ট রয়েছেন। সেখানে বর্তমানে কোন ফিসারি অফিসার নেই। ফিসারি ইন্সপেক্টরই ফিসারি অফিসারের দায়িত্বে রয়েছেন এবং ফার্ম, হ্যাচারি, অন্যান্য ল্যাবরেটরির ইনচার্জ হিসেবে কাজ করছেন।

চিংড়ি পোনা উৎপাদন সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন, ২০২৪-২৫ সালে টিএফটিআই ১.৫৯৬ লক্ষ চিংড়ির পোনা উৎপাদন করেছে এবং সেখান থেকে যে আয় হয়েছে তার পুরোটাই সরকারি তহবিলে জমা করা হয়েছে। চিংড়ির লার্ভার খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত আর্টেমিয়া সিস্ট ক্রয়ে নকল বিল ব্যবহার করা হয়েছে বলে যে অভিযোগ আনা হয়েছে সে ব্যাপারে মৎস্য দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা জানান, ২০-০২-২০২৪ তারিখে ১৫টি আর্টেমিয়া সিস্ট ক্যান ক্রয়ের অর্ডার নেওয়া হয় প্রন হ্যাচারির চাহিদা অনুযায়ী। ১৫টি আর্টেমিয়া সিস্ট ক্যানই সরবরাহ করা হয় এবং তা ব্যবহার করে গতবছর ১.৫৯৬ লক্ষ চিংড়ির চারা উৎপাদন করা হয়। এবছরও একই আর্টেমিয়া সিস্ট ব্যবহার করে উৎপাদন চলছে। এখন পর্যন্ত ৭টি আর্টেমিয়া সিস্ট ক্যান মজুত রয়েছে। তাই কলকাতা থেকে চিংড়ি কেনার সংবাদ সত্য নয়।

গতবছর (২০২৪-২৫) TFTI তার ল্যাবরেটরিতে ২৭৬টি জলের নমুনা এবং ৮৯টি মাটির নমুনা পরীক্ষা করেছে। গোমতী জেলার বিভিন্ন ব্লকে আয়োজিত মাটি ও জল পরীক্ষার ক্যাম্পে ও TFTI অংশগ্রহণ করেছে। তাই ল্যাবরেটরিটি পুরোদমে সক্রিয় রয়েছে। কাউকে জল বা মাটি পরীক্ষা না করিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি TFTI থেকে। তাছাড়া, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে TFTI-এর ল্যাবরেটরিতে ৩৭০টি খাদ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। তাই এই পরীক্ষাগারটি ও সচল রয়েছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা।

২০১০ সালের ৯ জুলাই TFTI-এ একটি মাছের রোগ পরীক্ষাগার এবং গবেষণা কেন্দ্রও চালু করা হয়েছিল। সেজন্য প্রয়োজনীয় উন্নত যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছিল। ফিসারি অফিসার সমীর মল্ল ছিলেন তখন এই রোগ পরীক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রের ইনচার্জ।

২য় পাতায়

পিসিআর চালানো এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি চালনায় দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ফিসারি অফিসার সমীর মল্লকে ভুবনেশ্বরের আইসিএআর সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ফ্রেশ ওয়াটার অ্যাকুয়া কালচার-এ ৭ দিনের (২৩-২৯ নভেম্বর, ২০১১) প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল 'মৎস্য রোগ চিহ্নিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণ'। তাঁকে আবার অন্য প্রশিক্ষণের জন্যও পাঠানো হয়। তিনি ২০১০ থেকে মার্চ ২০১৫ এবং আগস্ট ২০১৬ থেকে এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত এই ল্যাবরেটরির ইনচার্জ ছিলেন।

সংশ্লিষ্ট TFTI অফিসটি জাতীয় সড়ক থেকে ৫ মিটার দূরত্বে অবস্থিত এবং কর্মীরা ঠিকমত অফিসে আসে না বলে আজ পর্যন্ত কৃষক ও স্থানীয়দের পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়া যায়নি। নিয়ম অনুযায়ী ছুটির আবেদন না করে কেউ অনুপস্থিত থাকেন না। তাই স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যগুলি সত্য নয়। যেকোন মৎস্যচাষী কোন কাজে TFTI এসে তার প্রয়োজনীয় পরিষেবা না নিয়ে ফিরে যায় না।

****